কালের কণ্ঠ

তারিখ 03 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম 2

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশি ছাত্রীকে ধর্ষণের দায়ে ছাত্রের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদক, কলকাতা ▷

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশি এক ছাত্রীকে ধর্ষণের দায়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির এক গবেষক-ছাত্রকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ওই ছাত্রীকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাঁচ লাখ রুপি দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বীরভূম জেলার সিউরি আদালতের বিচারক অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মহানন্দ দাস এ রায় দেন। দণ্ডপ্রাপ্ত সফিকুল ইসলামের বাড়ি সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ থানার দাদপুর গ্রামে।

মামলার সরকারি আইনজীবী সৈয়দ সামিদুল আলম জানান, বিচারক গবেষক-ছাত্র সফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বুধবারই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আর গতকাল তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। একই সঙ্গে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে ওই ছাত্রীকে পাঁচ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ দিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন।

আইনজীবী বলেন, 'এই প্রথম ভারতের কোনো আদালত ধর্ষণের মামলায় ধর্ষিতাকে ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারকে নির্দেশ দিলেন।'

আদালত সূত্র জানায়, মাধ্যমিক পাস করে বাংলাদেশ থেকে বিশ্বভারতীতে পড়তে আসে ওই ছাত্রী। সেখানে এসে পরিচয় হয় একই দেশের বাসিন্দা ও বিশ্বভারতীর গবেষক-ছাত্র সফিকুল ইসলামের সঙ্গে।

২০১৪ সালে ওই ছাত্রীকে সফিকুল তাঁর ছাত্রাবাসে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন। পাশবিক নির্যাতনের সেই দৃশ্য ভিডিও করে সেটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে বেশ কিছুদিন ওই ছাত্রীর ওপর যৌন নির্যাতন চালান সফিকুল। একপর্যায়ে নির্যাতন সইতে না পেরে পুরো ঘটনা নিজের পরিবারের কাছে খুলে বলে ওই ছাত্রী। পরে ওই ছাত্রীর পরিবার বিষয়টি লিখিতভাবে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে জানায়।

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বোলপুর থানায় মামলা করার পরামর্শ দিলে নির্যাতিতার পরিবার সেখানে মামলা করে। ওই বছরের ৬ ডিসেম্বর গুরুপল্লীর ছাত্রাবাস থেকে অভিযুক্ত সফিকুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।